# ৫ আগস্ট স্বাধীনতাকামী মানুষের বিজয়ের দিন: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ৫ আগস্ট স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য বিজয়, আনন্দ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলা কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে এদিন দেশের মানুষ নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মতপ্রকাশে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি এবং গণতন্ত্রকামী মানুষ নির্যাতন, গুম, হত্যা, গ্রেপ্তার, হামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেও মিথ্যা মামলায় কারাবন্দি থাকতে হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, ওই সময়ে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ন হয়। পাশাপাশি অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাও নানা সংকটের মুখে পড়ে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থী, তরুণ, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী, নারীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলন দমনে কঠোর শক্তি প্রয়োগ করা হলেও শেষ পর্যন্ত জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট তৎকালীন সরকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়।

তিনি আন্দোলনে নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ আবু সাঈদ, ওয়াসিম আকরাম, মুগ্ধসহ সব শহীদকে স্মরণ করেন। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের আত্মত্যাগ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাজারো মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক সমাজে মতপার্থক্য থাকবে, তবে সেই ভিন্নমত যেন বিভাজন বা সংঘাতে রূপ না নেয়, সে বিষয়ে সবাইকে দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বার্তায় তিনি আরও বলেন, দেশে আর কখনও স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, চরমপন্থা কিংবা উগ্রবাদের পুনরুত্থান হতে দেওয়া যাবে না। জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে, সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।

বাণীর শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যেমন স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ছিল, তেমনি ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের শহীদদের মতোই ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের অবদানও জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।